TARKASANGRAHA

ANNANGBHATTA

Buddhi or Knowledge

বুদ্ধি বা জ্ঞান

অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন “সর্ববব্যবহারহেতুঃ গুণঃ বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্”।

যে পদার্থটি সকল ব্যবহারের প্রতি কারণ সেই গুণস্বরূপ পদার্থই জ্ঞান। জ্ঞান বুদ্ধির নামান্তর। অন্নংভট্টের মতে যা বুদ্ধির লক্ষণ তাই জ্ঞানের লক্ষণ।

“ব্যবহার” শব্দের দ্বারা শব্দ ব্যবহারকেই বোঝানো হয়। যদিও ব্যবহার বলতে গ্রহণ, বর্জন,উপেক্ষা, শব্দব্যবহারকে বোঝায়।

জ্ঞানের লক্ষণে “গুণ”, “সর্বব্যবহারহেতু” প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্য কী

“গুণ” শব্দ না দিলে কালাদিতে অতিব্যাপ্তি হত। জ্ঞান সকল শব্দ ব্যবহারের প্রতি কারণ। (“সর্বব্যাবহারহেতুঃ জ্ঞানম্) - এই মাত্র জ্ঞানের লক্ষণ হত। কেননা কাল, দিক সকল শব্দ ব্যবহারের কারণ। কিন্তু গুণ শব্দটি বুদ্ধির লক্ষণে সন্নিবেশিত হওয়ায় এরূপ অতিব্যাপ্তি পরিহার হয়। যেহেতু কাল, দিক সকল শব্দ ব্যবহারের কারণ হলেও তারা গুণ নয়, এগুলি দ্রব্য পদার্থের অন্তর্ভূক্ত।

বুদ্ধির লক্ষণে “সর্ববব্যবহারহেতু” শব্দ না দিলে লক্ষণটি হত ‘জ্ঞান হচ্ছে গুণ’ এরূপে বুদ্ধির লক্ষণ নিরূপণ করলে রূপ, রস প্রভৃতি গুন হওয়ায় রূপাদিতে বুদ্ধির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হত।

“সর্বব্যবহারহেতুঃ গুণঃ” বুদ্ধির এই লক্ষণটিও যথার্থ নয়। লক্ষণটিতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

নির্বিকল্প জ্ঞান অব্যপদেশ্য অর্থাৎ এই প্রকার জ্ঞান শব্দের দ্বারা অভিলাপযোগ্য বা প্রকাশযোগ্য নয়।

অন্নংভট্ট তাই তর্কসংগ্রহের দীপিকা টীকায় ‘জ্ঞানত্বমেব লক্ষণম্’ এরূপে জ্ঞানের লক্ষণ দিয়েছেন। অনুব্যবসায়ের দ্বারা জানা যায় যে জ্ঞানত্ব, তাই জ্ঞান বা বুদ্ধির লক্ষণ।

Memory(স্মৃতি)

লক্ষণ ও প্রতিপদ ব্যাবৃত্তি

তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অন্নংভট্ট বলেছেন “সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ” অর্থাৎ কেবলমাত্র সংস্কারের থেকে উৎপন্ন যে জ্ঞান,তাকে স্মৃতি বলে। সংস্কার তিন প্রকার-ভাবনা, বেগ ও স্থিতিস্থাপক। ভাবনা নামক সংস্কার আত্মার ধর্ম। তাই ভাবনা নামক সংস্কারের উদ্বোধ হলেই স্মৃতি উৎপন্ন হয়। বেগ ও স্থিতিস্থাপক ভৌতিক ধর্ম, আত্মার ধর্ম নয়।

স্মৃতির লক্ষণে ‘জ্ঞান’, ‘সংস্কার’ এবং ‘মাত্র’ শব্দগুলি সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা বা তাৎপর্যঃ

স্মৃতির লক্ষণে ‘জ্ঞান শব্দটি যদি না দেওয়া হত তাহলে লক্ষণটি হত’সংস্কারমাত্রজন্যং স্মৃতিঃ’। অর্থাৎ যা সংস্কারমাত্রজন্য তাই স্মৃতি। সংস্কারধ্বংসে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি দোষ হত। কেননা সংস্কারধ্বংসও সংস্কারজন্য। কোন বস্তুর ধ্বংসের প্রতি সেই বস্তু নিজেও কারণ হয়। কিন্তু ‘জ্ঞান’ পদটি লক্ষণে সন্নিবেশিত হওয়ায় এরূপ অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হয়। কারণ সংস্কারধ্বংস সংস্কারজন্য হলেও তা জ্ঞান নয়।

’স্মৃতির লক্ষণে ‘সংস্কারজন্য’শব্দগুচ্ছ না দেওয়া হলে স্মৃতির লক্ষণটি হবে ‘জ্ঞানং স্মৃতিঃ’ অর্থাৎ স্মৃতি হল জ্ঞান। সেক্ষেত্রে এরূপ লক্ষণ ঘটাদি প্রত্যক্ষে সমন্ব্য হয়ে যাবে। স্মৃতির লক্ষণের এরূপ অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহারের জন্য ‘সংস্কারজন্য’ শব্দগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে। ঘটাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলেও তা সংস্কারজন্য নয়। কিন্তু স্মৃতি সংস্কারজন্য।

অন্নংভট্ট বলেছেন, স্মৃতির লক্ষণে যদি ‘মাত্র’ শব্দ না দেওয়া হত তাহলে স্মৃতির লক্ষণটি হত”সংস্কার জন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ”। অর্থাৎ স্মৃতি হল সেই জ্ঞান যা সংস্কার জন্য। প্রত্যভিজ্ঞাও সংস্কার জন্য জ্ঞান হওয়ায় উক্ত স্মৃতির লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

‘মাত্র’ শব্দটি স্মৃতির লক্ষণে সংযোজিত হওয়ায় উক্ত অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হয়। কারণ প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কার ও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান। কিন্তু স্মৃতি কেবলমাত্র সংস্কারজন্য জ্ঞান। অতএব অন্নংভট্ট প্রদত্ত “সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ”– স্মৃতির এই লক্ষণটি যথার্থ।